ফায়ার সেফটি

অগ্নি দুর্ঘটনা মূলত ঘটে থাকে সচেতনতার অভাবে এবং অন্যান্য অসাবাধনতার ফলে। বাড়ি বানানোর সময় আমরা ছোটখাটো অনেক বিষয় এড়িয়ে যাই, যেখান থেকেও ঘটতে পারে অগ্নি দূর্ঘটনা। কাজেই এসব বিষয়ে খেয়াল রাখা খুব জরুরী। অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে আমরা চলুন বিস্তারিত জেনে নেই।

অগ্নিকাণ্ডের প্রধান কারণ গুলো হচ্ছেঃ

- চুলার আগুন, মোমবাতি, মশারকয়েল, সিগারেট।
- বৈদ্যুতিক শক সার্কিট বা বজ্রপাত।
- নিম্নমানের বৈদ্যুতিক সামগ্রী ব্যবহার।
- কনস্ট্রাকশন কাজে ওয়েল্ডিং থেকেও আগুন ধরতে পারে।

অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে যা করতে হবেঃ

- অসাবধানেই আগুন ধরে, কাজেই সচেতন হতে হবে।
- বাসায় ইলেকট্রিক দ্রব্য, লাইটার, মোমবাতি, সিগারেট সাবধানে ব্যবহার করা উচিত।
- রান্নার পর চুলার আগুন নিভিয়ে ফেলতে হবে।
- চুলা বন্ধ করা হয়েছে কিনা সেটা নিশ্চিত হয়ে নিন। আর সবসময়েই চুলা জ্বালানোর আগে অবশ্যই রান্না ঘরের দরজা-জানালা কিছুক্ষণ খুলে রাখুন।
- বাসা বা অফিসের আশেপাশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজে ব্যবহৃত কেমিক্যাল বা দাহ্যজাতীয় কোন কিছু রাখবেন না।
- ভালোমানের ইলেকট্রিক ফিটিংস ব্যবহার করতে হবে।
- সম্ভব হলে স্মোক এবং ফায়ার ডিটেক্টেড এলার্ম বসাতে হবে।
- দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ানের কাছ থেকে বছরে অন্তত দুইবার বৈদ্যুতিক মেইন লাইনে কোনও ভুল ত্রুটি আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিতে হবে।
- বাসায় অগ্নি দুর্ঘটনা রোধে ফায়ার এক্সটিংগুইশার ব্যবহার করা উচিত।
- আগুনের ধরণভেদে ফায়ার এক্সটিংগুইশার বিভিন্ন ধরনের ধরনের হয়ে থাকে।
- বাসায় ব্যবহারের জন্য “ABC” টাইপ ফায়ার এক্সটিং-গুইশার নির্বাচন করা উচিত।
- বাসার সদস্যরা সবাই সহজে পৌছাতে পারে এমন একটি কমন জায়গায় ফায়ার এক্সটিংগুইশার রাখা উচিত।
- ফায়ার এক্সটিংগুইশার ব্যবহারের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এর গায়ে লেখা থাকে এবং বাসার সদস্যদের ব্যবহার করার পদ্ধতি শিখে নেওয়া উচিত।
- এক্সটিংগুইশারের গায়ে এক্সপায়ারি ডেট দেওয়া থাকে, যেটি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং মেয়াদোত্তীর্ণটা ব্যবহার করা উচিত নয়।